রচনার উৎস

প্রমথ চৌধুরী তথা বীরবলের অনেকগুলি প্রবন্ধ 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' নামে সংকলিত হয়। 'বইপড়া' প্রবন্ধটি 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' প্রথম খণ্ড থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার 'পরিচয়' পত্রিকায়।

প্রবন্ধের বিষয় সংক্ষেপ

কোনো এক গ্রন্থাগারে আয়োজিত সভায় বর্তমান প্রবন্ধটি পঠিত হয়। লেখক বলেন, গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলবার অধিকার তাঁর আছে, কেননা তিনি কারো দ্বারা 'উদাসীন গ্রন্থকীট' বলে সমালোচিত হয়েছেন।

কাব্যচর্চা না করলে মানুষ এক মহৎ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই এদেশ-বিদেশ কেউ কাব্যচর্চাকে উপেক্ষা করেন নি। বরং যে জাতি সাহিত্যচর্চা করে, তাকে সভ্যজাতি বলে গণ্য করা হয়। সংস্কৃতে বলা হয়েছে নিদ্রা-কলহে দিনযাপনের চেয়ে কাব্যচর্চা শ্রেয়। কিন্তু সংস্কৃত কবিরা কাব্যচর্চার উপদেশ দিলেও তখন যেমন কেউ গ্রাহ্য করত না, তেমন এ যুগেও সাহিত্যচর্চার পরামর্শ কেউ শোনে না। কিন্তু হিন্দুযুগে বইপড়াটা নাগরিক ফ্যাশান ছিল।

সরস্বতীর দুটি দান—বীণা ও পুস্তক। সঙ্গীতের অধিকার সবার হয় না। তার চেয়ে অনেক সহজে কাব্যচর্চা সম্ভব। কোনো অসভ্য দেশেও জোর করে সঙ্গীতশিক্ষা দেওয়া হয় না, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা সব সভ্য দেশেই আবশ্যিক। হিন্দুযুগের নাগরিকরা গ্রন্থ পড়তেন না, একথা স্বীকার্য না। বাৎস্যায়নের গ্রন্থে নাগরিকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাঁরা ঘরে রাখতেন সাম্প্রতিক বই। প্রাচীনসাহিত্য শুধু সাজিয়ে রাখার জন্য অনেকে কেনে, কিন্তু সাম্প্রতিক বই ঘরে রাখে নিশ্চয়ই পড়বার জন্যই। প্যারিসের লোক যেমন আনাতোল ফ্রাঁসের বই পড়েন নি বলতে লজ্জিত হন, লন্ডনের অধিবাসীরাও তেমনি কিপলিঙ্গের বই না পড়ার জন্য লজ্জিত হন। লেখকের পরিচিত এক বিদেশী ব্যারিস্টার বহু অর্থ উপার্জন করলেও অস্কার ওয়াইল্ডের বই পড়েন নি বলতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল আইনজ্ঞ ও অর্থবান হলেও কেউ তাঁকে বিদগ্ধ বলে স্বীকার করবেন না।

সংস্কৃতে বিদগ্ধ শব্দের অর্থ কালচার। নাগরিকতার প্রাথমিক শর্তই ছিল বৈদগ্ধ। এর বিপরীতে গ্রাম্যতা ও অসভ্যতা সংস্কৃতে সমার্থক শব্দ।

আধুনিককালে আমরা সাহিত্যচর্চাকে শুধু বিলাস বলে মনে করি না। ওর দ্বারা কিছু ঐহিক ও পারত্রিক সুবিধাও হয়। যে সমাজে কাব্যচর্চা বিলাস বলে স্বীকৃত, সে সমাজ অবশ্যই সভ্যসমাজ। মনের বস্তু উপভোগ করতে বর্বর সমাজ অক্ষম। পশুরা কেবল জৈবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতাতেই তৃপ্ত। কিন্তু যে সমাজে অভিজাত বা আলস্যপ্রিয় ব্যক্তিরাও সাহিত্যের মর্যাদা দেয়, তারা সভ্যতার পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। সাধারণভাবে সভ্যতা বলতে কি বোঝায় বলা সহজ নয়। কেননা পৃথিবীর কোনো সভ্যতাই দোষহীন নয়। সভ্যতা ও অসভ্যতার মধ্যে

প্রভেদ নির্ণয় তাই শক্ত। কিন্তু সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির বিচারে সভ্য ও অসভ্যজাতির মধ্যে দুস্তর এটা স্পষ্ট।

শখ হিসাবে বই পড়ার পরামর্শ লেখক দিতে চান না। কেননা যে জীবনে বহু সমস্যা সেখানে সাহিত্যপাঠের মধ্য দিয়ে সুন্দর জীবনের সাধনা অবাস্তব লাগতে পারে। আমরা সব শিক্ষা লাভের জন্য ব্যগ্র। শিক্ষার মাহাত্ম্য স্বীকার করেই লেখক জানিয়েছেন যে সাহিত্যচর্চা শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। তবে সাহিত্যচর্চার দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ব্যবহারিক লাভ হয় না। গণতন্ত্রের প্রবক্তাগণ সকলকে সমান করতে চেয়েছিলেন। তার অপব্যাখ্যা করে বা ভুল বুঝে আমরা সকলেই বড়োমানুষ হতে আগ্রহী। আমরা ইউরোপীয় গণতন্ত্রে গুণগুলির বদলে দোষগুলিকে আয়ত্ত করেছি। কারণ ব্যাধিটাই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। ফলে আমরা অর্থের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছি। যাঁরা হাজারটা আইনি লড়াইয়ের আদেশনামার বিবরণ কেনেন, তাঁরা জানেন সাহিত্য পড়ে ব্যবহারিক লড়াই জেতা যায় না। তবু সাহিত্য পাঠের মূল্য অস্বীকার করা যাবে না। যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার নেই, সে জাতির অর্থসম্পদও নেই। ধনবৃদ্ধি যেমন জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি জ্ঞান আবার মনের ওপর নির্ভরশীল। মনকে সচল করে সাহিত্য। দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্ম-নীতি ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞানের সমন্বয় ঘটে সাহিত্যে। অতএব গোটা মনটা জাগতে পারে সাহিত্যচর্চার দ্বারাই। তাই সাহিত্যচর্চাটা আবশ্যিক।

Scanned with CamScanner